কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রস্তুতির জন্য বিএসআরআই এর তথ্যাবলী

ক) ভূমিকাঃ

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' এর নাম পরিবর্তন করে ০৯ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রি. তারিখে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট' নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দু'টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (vision):

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (mission):

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিঃ

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।

৩. ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।

৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।

১০. ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জনবল

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১.	গ্রেড ১	১	১	-	মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন
২.	গ্রেড ২	২	১	১	পরিচালক টিওটি এর চলতি দায়িত্ব পালন করছেন
৩.	গ্রেড ৩	১৬	৪	১২	-
৪.	গ্রেড ৪	২৬	১২	১৪	চলতি দায়িত্ব
৫.	গ্রেড ৫	২	২	-	-
৬.	গ্রেড ৬	২৭	২৭	-	-
৭.	গ্রেড ৭	১	-	১	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৫৬	৩৮	১৮	-
১০.	গ্রেড ১০	১৭	১০	৭	-
১১.	গ্রেড ১১	২০	১৭	৩	-
১২.	গ্রেড ১২	৪৯	৩৭	১২	-
১৩.	গ্রেড ১৩	-	-	-	-
১৪.	গ্রেড ১৪	৩	২	১	-
১৫.	গ্রেড ১৫	১২	১০	২	-
১৬.	গ্রেড ১৬	৪৮	৩২	১৬	-
১৭.	গ্রেড ১৭	৬	৬	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	-	-	-	-
১৯.	গ্রেড ১৯	২৭	২৪	৩	-
২০.	গ্রেড ২০	৮০	৬৪	১৬	-
	মোট	**৩৯৩**	**২৮৭**	**১০৬**	-

- ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের তথ্য।

নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতিঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ			প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৬	-	৬	২	৩	৫	-

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১০৪ জন	৩ জন	৮৫ জন	-	১৯২ জন	-
২	গ্রেড ১০	-	-	১০ জন	-	১০ জন	-
৩	গ্রেড ১১-২০	৬ জন	-	১৯২ জন	-	১৯৮ জন	-
	মোট	১১০ জন	৩ জন	২৮৭ জন	-	৪০০ জন	-

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪ জন	-	-	৪ জন	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	৪ জন	-	-	৪ জন	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৪ জন	-	৪ জন	৮ জন	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	৪ জন	-	৪ জন	৮ জন	-

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. বিএসআরআই আখ ৪৬ উদ্ভাবন ও অবমুক্তকরণঃ

- জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্তকৃত।
- এটি ২০০৬ সালে আই ৭৭-০১ ক্লোন এর সাথে আই ৬৪-৯৮ ক্লোন এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।
- সর্বোচ্চ ফলনঃ ১১৯ টন/হেক্টর।
- গড় ফলনঃ ১০৩ টন/হেক্টর।
- চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১১.৪২%-১৪.৬১%; গড় ১২.৯১%।

- এটি বন্যা (১২০ সেমি. প্রবাহিত পানি ২০ দিন) এবং জলাবদ্ধতা (৪০-৬০ সেমি. পর্যন্ত দাড়ানো পানি ৫ মাস) সহিষ্ণু।

২. সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ১ নিবন্ধনঃ

- জাতটি ২০05 সালে সুইডেন হতে প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৭ সালে নিবন্ধিত হয়।
- সর্বোচ্চ ফলনঃ ১০৩ টন/হেক্টর।
- গড় ফলনঃ ৮৪ টন/হেক্টর।
- চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১৩.৭৮%-১৬.০২%; গড় ১৫.০০%।

৩. সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ২ নিবন্ধনঃ

- জাতটি ২০05 সালে সুইডেন হতে প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৭ সালে নিবন্ধিত হয়।
- সর্বোচ্চ ফলনঃ ১১৪ টন/হেক্টর।
- গড় ফলনঃ ৮৫ টন/হেক্টর।
- চিনি ধারণ ক্ষমতাঃ ১৩.৯৮%-১৪.০১%; গড় ১৪.০০%।

৪. নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত জাল ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে খেজুরের রস আহরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

- মশারির কাপড় ব্যবহার করে সহজেই তৈরী করা যায়।
- খরচ খুবই কম।
- একটি জাল দুই থেকে তিন মৌসুম ব্যবহার করা যায়।
- স্বল্প পরিশ্রমে হাড়ির মুখ এবং গাছে জাল বেঁধে দেওয়া যায়।
- বাদুড়, চামচিকা, মশা, মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় খেজুরের রসে পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
- খেজুরের রস হয় নিপা ভাইরাসমুক্ত, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

৫. অধিক ফল, রস ও গুড় আহরণের জন্য দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

- উন্নত মাতৃগাছ থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেজুর ও তালের চারা পলিব্যাগে উৎপাদন করা।
- নিয়ম মেনে সময়মত চারা গর্তে রোপণ করা।
- সঠিক সময়ে আগাছা ব্যবস্থাপনা, সেচ ও সার প্রয়োগ করা।
- গাছের কান্ড গঠিত হলে গাছের বাকল কেটে গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- এ প্রযুক্তি অল্প সময়ে খেজুর ও তাল গাছের ফল আসা এবং অধিক রস ও গুড় উৎপাদন নিশ্চিত করে।

৬. সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

- ডিমের গাদা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
- কীড়া প্রথম দিকে দলগত অবস্থায় থাকে তাই ঐ অবস্থায় আক্রান্ত পাতা কীড়াসহ গাছ থেকে ছিঁড়ে মেরে ফেলা।

- রোপনের ২ সপ্তাহ পর হেক্টর প্রতি ৪৫টি সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করা।
- জমিতে পারচিং পুতে পাখি বসার সুযোগ করে দেওয়া যাতে পাখি কীড়াগুলোকে সহজে ধরে খেতে পারে।
- প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, Bracon hebetor প্রতি হেক্টরে ৮০০-১২০০টি হিসাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করা।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কীটনাশক, নাইট্রো ৫০৫ ইসি ৪.৫ মিলি/লিঃ পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা (২-৩ বার)।

৭. উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি প্রমিতকরণঃ

- শুট টিপ, বৃন্তসহ পাতার অংশ অথবা নোডের অংশবিশেষ দিয়ে চারা উৎপাদনা করা যায়।
- স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ স্টেভিয়ার চারা উৎপাদন করা যায়।
- চারার শতভাগ অংকুরোদগম নিশ্চিত করা যায়।
- সহজে পরিবহন করা যায়।
- অধিক ফলন পাওয়া যায়।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম	: বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০
প্রকল্প এলাকা	: পাবনা, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, গাজীপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদাহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৬,৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	: ১,৬০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ১. দুইটি আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রেল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ২. ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন। ৩. এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন। ৪. প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন। ৫. ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য সম্পূর্ণ, লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন।

৬. নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরী, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন।

৮. চরাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন।

৯. প্রশিক্ষণ ও প্রদশনীর মাধ্যমে মিষ্টিফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

এ বছরের কার্যক্রম :

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আরবীয় খেজুর গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত আছে। উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ১৪০ টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,০০০ টি তালের চারা, ৫,০০০ টি খেজুরের চারা ও ৫,০০০ টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক ৪ ব্যাচ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের (১০০ জন); ১৭ ব্যাচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের (৪২৫ জন) এবং ১৫০ ব্যাচ চাষীদের (৩৭৫০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচীঃ

কর্মসূচীর নাম : দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী

কর্মসূচীর মেয়াদ : জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৭

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৪.৩৪ লক্ষ টাকা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ : ২৭.৪৩ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

১. উপকূলীয় লবণাক্ত ও পতিত এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও বাস্তবায়ন।

২. কৃষক পর্যায়ে গুনগত মানসম্পন্ন বিশুদ্ধ ইক্ষু বীজ সরবরাহ।

৩. লাগসই প্রযুক্তির কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪. স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত মানের গুড় উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শনী।

৫. গুড় তৈরীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক মাঠ দিবস অনুষ্ঠান।

৭. ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

এ বছরের কার্যক্রম:

উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৫৬ টি বসতবাড়ীতে চিবিয়ে খাওয়া আখের প্রদর্শনী, ৪৯ টি মাঠ প্রদর্শনী, ১৩২০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২ টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(ছ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতিঃ

প্রযোজ্য নয়।

(জ) উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বিএসআরআই আখ ৪৬ উদ্ভাবন ও অবমুক্তকরণ, সুগারবিটের নতুন জাত সুগারবিট ১ ও সুগারবিট ২ নিবন্ধন, বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত জাল ব্যবহার করে নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী স্বাস্থ্যসম্মত খেজুরের রস আহরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, অধিক ফল, রস ও গুড় আহরণের জন্য দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি প্রমিতকরণ।

(ঝ) উপসংহারঃ

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে ইক্ষু ও সুগারবিটের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষীরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচী ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঞ) নির্বাহী সারসংক্ষেপঃ

এবছর প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তিগুলো হল বিএসআরআই আখ-৪৬, বিএসআরআই সুগারবিট ১ ও ২, নিপা ভাইরাস প্রতিরোধী জাল, সমন্বিত পদ্ধতিতে সুগারবিটের পোকামাকড় দমন প্রযুক্তি, দেশী খেজুর ও তাল গাছের উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, উন্নত পদ্ধতিতে স্টেভিয়া হতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন প্রযুক্তি। এছাড়া বিএসআরআই এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৭০টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,০০০ টি তালের চারা, ৫,০০০ টি খেজুরের চারা ও ৫,০০০ টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। তদুপরি মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।